বর্তমান — ২২/০৯/২০২০

3342/02/2020

নার্সিংহোমে টালবাহানা, পিসিমাকে নিয়ে ফিরে গেলেন বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বারাসত: এবার স্বয়ং বিধায়ককেই ফিরিয়ে দিল বেসরকারি নার্সিংহোম। করোনা আবহে নার্সিংহোমে আত্মীয়কে ভর্তি করতে এসে হয়রানির শিকার হলেন শাসক দলের বিধায়ক রফিকুর রহমান। প্রায় আড়াই ঘন্টা টালবাহানার পর ওই রোগীকে ভর্তি না-নিয়ে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

অভিযোগ, স্বাস্থ্য সাথীর কার্ডে ভর্তি করতে চাওয়ায় নার্সিংহোমের কর্মীরা রোগীকে ভর্তি নেয়নি। তিনি ওই নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ও জেলাশাসকের কাছে অভিযোগ জানানোর কথাও বলেছেন। যদিও নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ ওই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আমডাঙার বিধায়ক রফিকুর রহমানের বৃদ্ধা পিসিমা নাজমা খাতুন বিবি বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছিলেন। সোমবার রফিকুর অসুস্থ পিসিমাকে নিয়ে বারাসতের রথতলার এক নার্সিংহোমে আসেন। এরপর রোগী ভর্তি করানো নিয়ে কর্তৃপক্ষ টালবাহানা শুরু করে বলে অভিযোগ। স্বাস্থ্য সাথী কার্ড দেখে নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ বেঁকে বসেন। এরপর রোগীকে নিয়ে বিধায়ক বাড়ি ফিরে যেতে বাধ্য হন। রফিকুর বলেন, 'স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্পের কার্ড নিয়ে চিকিৎসা করাতে গেলে হয়রানির অভিযোগ আগে শুনতাম। এখন নিজের পরিবারের ক্ষেত্রে সমস্যা চোখে দেখলাম। আমি পিসিমাকে ওই নার্সিংহোমে নিয়ে যেতে প্রথমে করোনা পরীক্ষা করাতে বলে। আমরা এন্টিজেন টেস্ট করে ভর্তি নেওয়ার কথা বললে ওরা রাজি হয়। সেই কারণে ভর্তি হওয়ার আগে ফর্ম ফিলআপ করে দেওয়া হয়। এরপর স্বাস্থ্য সাথীর কার্ড দেখে ভর্তি করানো যাবে না বলে জানায়। আসলে এক শ্রেণির নার্সিংহোম সরকারের বদনাম করতে চাইছে। তাই স্বাস্থ্য সাথীর কার্ড দেখে রোগী ভর্তি করছে না। আমি স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী ও জেলাশাসকের কাছে অভিযোগ জানাব।' যদিও নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের দাবি, ওই রোগীর করোনা উপসর্গ রয়েছে। সেই কারণে আগে করোনা পরীক্ষার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু ওঁর পরিবারের তরফে প্রথমে ভর্তি করানোর দাবি জানানো হয়। হাসপাতালে অন্যান্য রোগী ভর্তি রয়েছেন। সকলের স্বাস্থ্যের কথা ভেবে করোনা পরীক্ষা ছাড়াই ওই রোগীকে ভর্তি করা সম্ভব হয়নি।